

## ব্লগ প্রাটফর্মে স্বাধীনতা - নীতি বনাম নিয়ন্ত্রণ

[ "আমার ব্লগ" ওয়েবমাস্টার উত্থাপিত নীতিমালাবিষয়ক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ]

ওয়েবমাস্টার উত্থাপিত আলোচনার প্রতিক্রিয়ায় কিছু কিছু মন্তব্য পড়ে মনে হচ্ছিল--অধিক সরলীকরণের তোড়ে, আমরা মনে হয় একটু গুলিয়ে ফেলছি কিছু বিষয়। 'নীতি' এবং 'নিয়ন্ত্রণ' দু'টো ভিন্ন জিনিস। প্রথমটা সবসময়ই ইতিবাচক, অন্তত এতদিন তা-ই জানতাম। এটুকু তো মনে হয় বলা যেতেই পারে যে-- 'নীতি' থাকটা অন্তত আর যা-ই হোক নেতিবাচক কিছু না। পরবর্তী বিষয়--অর্থাৎ 'নিয়ন্ত্রণ' নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও থাকতে পারে; এবং সেই বিতর্ক, আমার বিশ্বাস--এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নয়, প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে।

আসুন প্রথমে নীতির বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখি। উদাহরণ দিলে হয়তো কিছুটা পরিষ্কার হবে--স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনী এবং রাজাকাররা যা করেছিল, তাকে আমরা 'অন্যায়' কিংবা 'অপরাধ' বলি কেন? বলি এই কারণে যে এমনকি যুদ্ধেরও নিয়ম নীতি থাকে এবং ওরা সেই সব লঙ্ঘন করেছিল--যার ফলশ্রুতি গণহত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি। এখন নীতির অনুপস্থিতিই ('নীতিহীনতা') যদি কারো পছন্দনীয় হয়, তাহলে তার কি যুদ্ধাপরাধ বিচারের দাবী তোলার কোনো অধিকার বা যৌক্তিকতা থাকে? [ জানি, কেউ কেউ যুক্তি দেখাবেন - যুদ্ধে আবার নিয়ম কি, প্রেমে আবার নীতি কি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এতদিনে আমরা অন্তত এটুকু বুঝে ফেলেছি যে সে সব হল সুযোগসন্ধানীদের ফন্দিফিকির ]।

কোনো নীতি না থাকার বিষয়টা শুনতে যেমনই শোনাক না কেন, অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি--বাস্তবে নীতিহীনতা বা নীতি নিরপেক্ষতার সুযোগ তারাই সাধারণত নিয়ে থাকে যাদের নিজেদের কোন নীতির বালাই নেই। কিংবা থেকে থাকলেও তাদের সেই নীতি এমনই নীতি, যার মূলকথা হল গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, অযৌক্তিকতা, গণবিমূখতা; এবং যার নিশ্চিত ফলশ্রুতি--যুদ্ধাপরাধ, নারী ধর্ষণ, শিশুহত্যা, ধর্মের নামে হাজারো মানুষকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া। এসব (সুযোগসন্ধানী) মানুষেরা গজিয়ে ওঠে নীতিবিমূখ এবং নীতিহীন পরিবেশে। আমার বিশ্বাস, ব্লগ প্রাটফর্মের বিকাশ ঘটাতে আর যা-ই লাগুক, নীতিহীন পরিবেশের অন্তত দরকার নেই।

এবার আসা যাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টাতে। ওয়েবমাস্টার সবাইকে বলছেন--"grow up, man"। সদুপদেশ। আমাদের কারোই সম্ভবত এতে দ্বিমত নেই। এটা তো ঠিকই যে আমাদের প্রত্যেকের উচিত

নিজের অধিকার, মানসন্মান রক্ষা করতে পারা, অন্য কারো সাহায্য ছাড়াই । কিন্তু ঢালাও নিয়ন্ত্রণহীনতার তো কিছু সমস্যাও আছে, আছে না?

প্রথমতঃ ব্লগিং এর মত একটা সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জন্য মুক্তস্বাধীন পরিবেশ যেমন দরকার, তেমন দরকার স্বাস্থ্যকর এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশের । Clean environment বলতে আমি অবশ্যই sanitary environment বোঝাতে চাচ্ছি, যেমনটা থাকে হাসপাতালে । আমরা কেউ চাইনা ‘আমার ব্লগ’ থেকে ডেটল কিংবা ডিসিনফেট্যান্ট এর গন্ধ বের হোক । সেটা হলে এই ব্লগের সাথে আর পাঁচটা ইনসিকিউরড বাংলা ব্লগ সাইটের কোনো পার্থক্য থাকেনা । কিন্তু এই সাইট যেন যথেষ্টচার এবং খিঁচিখিঁড়ির স্বর্গভূমি না হয়ে যায়, সেই ভারসাম্যও তো রক্ষা করা প্রয়োজন । তা না করতে পারলে শুধু তারাই শেষমেষ টিকে থাকবে এই ব্লগে, যারা সমান তালে খিঁচি খেউড় চালিয়ে যেতে পারে । অন্যদের তখন মানে মানে কেটে পড়তে হবে । সত্যি, ‘আমার ব্লগে’ আমরা কি শুধু তাদের নিয়েই থাকতে চাই ? ভুল বুঝবেন না, মাঝে মাঝে খিঁচি করতে আমাদের সবারই একটু আধটু হচ্ছে করে, (যা দিনকাল পড়েছে এই সব মর্দিন-ফাকরুদ্দিনদের বদৌলতে) ! কিন্তু সবসময় কি আর এসব ভাল লাগে? মনে পড়ে, উদ্যোক্তারা প্রথমদিককার এক পোস্টে লেখকদের কাছ থেকে বিষয়বৈচিত্রপূর্ণ পোস্টের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন । কিন্তু ‘আমার ব্লগের’ পরিবেশ একবার নষ্ট হয়ে গেলে, আমাদের ভয়, সেই অমিত সম্ভাবনাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবার আগে ।

দ্বিতীয়তঃ ব্লগারদের সৃজনশীলতা এবং শক্তি যদি bully কিংবা মানবতাবিরোধীদের সাথে খুঁচরো ঝগড়াঝাটিতেই ব্যয় করতে হয়, তাহলে অন্যান্য আরো বেশী উৎপাদনশীল কাজ তারা করবে কখন ? অতীতে অন্যান্য গ্রুপগুলোতে এমনটি হয়েছে, এখানেও যে সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবেনা, সেকথা হলফ করে বলবার মনে হয় কোন সুযোগ নেই । কেউ কেউ হয়তো এসব ঝগড়াঝাটি কনফ্রন্টেশনে এক ধরনের আনন্দ বা kick পান, কিন্তু বেশীর ভাগের কাছেই এসব stressful এবং শক্তি ও সময়ের অপচয়—যার আসলেই কোনো প্রয়োজন নেই, এবং যা খুব সহজেই নিরোধ করা যায় । একটা উদাহরণ দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। বুদ্ধিমান কোন মানুষ কি সেই মাঠে rugby খেলতে চাইবেন, যে মাঠে কোন রেফারি নেই, অথবা থাকলেও যিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে তিনি কোন অবস্থাতেই নাক গলাবেন না, এমনকি খেলোয়াড়রা একজন আরেকজনের হাড়গোড় ভেঙ্গে ফেললেও না ?

তৃতীয়তঃ আমার কোনো সন্দেহ নেই যে এখানকার বেশির ভাগ ব্লগারই নিজের ভালমন্দ বোঝেন এবং প্রয়োজন হলে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম যে কোন আক্রমণের মুখে । কিন্তু আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না। নিয়ন্ত্রণ কিংবা নিয়মের নিরাপত্তা শক্তিমানের জন্য নয় । এর মূল উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত দুর্বলের প্রতিরক্ষা । সহজ কথায়। দুষ্টির দমন এবং শিষ্টির পালন । সুতরাং, তা নিশ্চিত করার মতো প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন না থাকলে মুক্তচিন্তার এই ক্ষেত্রটি শেষ পর্যন্ত এক ডারউইনীয় জঙ্গলে পরিণত হবার সম্ভাবনা রয়েছে । আমরা কি

তা-ই চাই? পৃথিবীর ইতিহাসে সমষ্টির মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা এজন্যই কখনো কখনো কিছুটা বিসর্জন দিতে হয়েছে, যাতে করে প্রত্যেকে বিকশিত হতে পারে। এটা ভুললে চলবে না liberty বা স্বাধীনতা মানে যা খুশী করার license না অনেক বড় বড় মানুষ এসব বিষয়ে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখে গেছেন, আমি আর কি লিখবো।

### চাই ভারসাম্য

একধরণের ভারসাম্য চাই সবকিছুর মধ্যে। কিছু নীতি যেমন দরকার (উদাহরণঃ মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধ, মানবতার নীতি), তেমনি দরকার কিছু মূলনীতি বা পলিসি (যেমনঃ দুষ্টির দমন, শিষ্টের বিকাশ, গঠনমূলক বিতর্ক, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ), সেরকমই প্রয়োজন হাতের পাঁচ হিসেবে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যা দরকারের সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে অবস্থার প্রতিকারে। সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন ভারসাম্যের। পান থেকে চুন খসলেই গেল গেল সব গেল চিৎকারসহ মডারেটরদের লক্ষ্যবস্তু যেমন কাম্য না, তেমনি চোখের সামনে পরিবেশ দূষণমূলক অন্যান্য দেখেও না দেখার ভাণ করে যাওয়া, এবং অন্যায়ের প্রতিকার না করার ধনুর্ভঙ্গ পণ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকাও কোন কাজের কথা না। দুটোই সমান ক্ষতিকর। কারণ এর যে কোন একটাও যদি চলতে থাকে বাধাহীনভাবে তাহলে একদিন হয়তো আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করবো যাদের জন্য এই ব্লগ, তারাই আর কেউ নেই আশেপাশে, নিরবে সরে গেছেন, চলে গেছেন অন্য কোথাও। নিশ্চয়ই আমরা কেউ তা চাইনা।

### সুতরাং এভাবে বললে কেমন হয় ?

কোন নীতি নেই, তার মানে এ তল্লাট নীতিহীন স্বেচ্ছাচারীতার জন্য নয়। আমরা নীতিতে বিশ্বাসী, চিন্তাহীন নিয়ন্ত্রণে নয়। আমাদের নীতিমত প্রকাশের পক্ষে দাঁড়াবার, চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ না করার। নীতি সমতার, মানবতার, মানবাধিকারের। নীতিএকের নীতি অন্যের ওপর চাপিয়ে না দেবার; প্রত্যেককে যার যার মত বাড়তে দেবার। নীতি শান্তিপ্ৰিয়তার। আমরা শান্তিপ্ৰিয়; তবে চিরন্তন শ্মশানের শান্তির প্রতিজ্ঞা নিয়ে কেউ আসিনি এখানে। প্রয়োজনে আমরা গর্জে উঠতে জানি, ইতিহাস সাক্ষী। এখানে ততটুকুই নিয়ন্ত্রণ, যতটুকু হলে বাঁধ দেয়া নদী হয়ে ওঠে শক্তির আধার; যতটুকু হলে আগুন কিংবা গতিময়তা হয়ে ওঠে দরকারি হাতিয়ার।

ভুল বানানগুলোর জন্য ক্ষমা করবেন।

(originally published in [শব্দবংশ](#), a sister blog under "Amar Blog" platform )